এখন তথ্য পাওয়া সহজ

বইটিতে প্রকাশিত গল্পের ঘটনা এবং চরিত্রসমূহ কাল্পনিক।
তথ্য অধিকার আইনের বিষয়টিকে সহজভাবে উপস্থাপনের স্বার্থে ঘটনাটিতে
কিছু ব্যক্তি এবং সংস্থার নাম উল্লেখ করা হয়েছে মাত্র।
এর উদ্দেশ্য কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করা নয় এবং
এর সঙ্গে বাস্তবের কোনো মিল নেই।

© ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিআই)

গ্রন্থনা : হামিদুল ইসলাম হিল্লোল

প্রকাশকাল : ২০১৯

বাংলাদেশে মুদ্রিত

ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিআই)

৮/১৯ স্যার সৈয়দ রোড (৪র্থ তলা), ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

ফোন : +৮৮-০২-৯১৩৪৭১৭, +৮৮-০২-৯১৩৭১৪৭

ইমেইল : info@mrdibd.org, ওয়েবসাইট : www.mrdibd.org

এখন তথ্য পাওয়া সহজ

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

তথ্য কমিশন

Manusher Jonno Foundation

MRDI

UKaid
from the British people

অধ্যায় ১

মোমেনার লাল গরু

মোমেনার স্বপ্ন পূরণ হয়েছে

মোমেনার অনেক দিনের স্বপ্ন আজ পূরণ হয়েছে। গত রাতে মোমেনা উত্তেজনায় ঘুমাতে পারেনি। আজকের এই ক্ষণটির কথা মনে করে সারা রাত তার ঘুম আসেনি। আনন্দে, উত্তেজনায়, অপেক্ষায়। কখন সকাল হবে! ভোরের দিকে চোখ ধরে এসেছিল মোমেনার। স্বপ্নে দেখে একটা তাগড়া লাল রঙের গাভি নিয়ে বাড়ির উঠানে দাঁড়িয়ে আছে মজিদ। গাভিটার গলায় একটা নতুন রশি। রশির আরেক প্রান্ত মজিদের হাতে। গাভিটিকে ঘিরে সে আর তার ছেলেমেয়েরা হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে।

স্বামী মজিদের ডাকে ঘুম ভাঙে তার। ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ে। সকাল হয়ে গেছে। প্রতিদিন ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে সংসারের কাজে লেগে পড়ে মোমেনা। আজ সকাল হয়ে গেছে দেখে লজ্জা পায়। ঘরদোর পরিষ্কার করে, সবার জন্য নাশতা তৈরি করে। নাশতা খেয়ে সকাল সকাল বেরিয়ে পড়ে মজিদ। আগে থেকে প্রস্তুত রাখা ব্যাংকের চেকটা মজিদের হাতে ধরিয়ে দেয় সে।

– সাবধানে যাইয়ো।

– চিন্তা কইরো না। বিকালের মইদ্যে ফিরা আসুম। মোতালেব যাইবো আমার লগে।

মোতালেবকে সঙ্গে নিয়ে মজিদ রওনা হয়। তারা প্রথমে যাবে উপজেলা সদরে; সেখানে সোনালী ব্যাংকে মোমেনার অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলে তারপর যাবে বামুন্দির হাটে। সেখানে কম দামে ভালো গরু পাওয়া যায়। ভিড় বেড়ে যাওয়ার আগেই তারা তাদের কাজ শেষ করতে চায়। তা ছাড়া দালাল আর পকেটমার থেকে সাবধান থাকতে হবে। যাওয়ার সময় বাসে গেলেও ফেরার সময় গরুসহ হেঁটে ফিরতে হবে। তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পৌঁছাতে চায় তারা, যাতে সন্ধ্যার আগেই ফিরে আসা যায়।

শেষ বিকালে গরুর দড়ি হাতে মজিদ যখন বাড়িতে ঢোকে মোমেনা অবাক হয়ে যায়। এ যে তার স্বপ্নে দেখা সেই গাভীটিই। স্বপ্ন এমন হুবহু মিলে যায়! এর মধ্যেই তাদের ছেলেমেয়ে মনির আর শোভা দৌড়ে আসে। গাভিটির পাশে দাঁড়িয়ে থাকে তারা।

মোমেনা কাছে গিয়ে আদর করে গরুর গলায় হাত বোলায়। সেও যেন আদর নিতে তার কাছে সরে আসে। মজিদ বলে,

– আগের মালিক কইয়া দিছে, দুই মাস পর বাচ্চা হইবো। ন্যাও, এইটা ধরো, নতুন সম্পদ ঘরে আইছে সবাই মিইল্যা মিষ্টিমুখ করি।

মজিদ রসগোল্লার প্যাকেটটা মোমেনার হাতে ধরিয়ে দেয়। বিকেলের সোনারঙা আলোয় মোমেনার ছোট্ট উঠানটা খুশির জোয়ারে ভাসতে থাকে।

মোমেনার জীবনসংগ্রাম

অতি দরিদ্র পরিবারে জন্ম মোমেনার। চার ভাইবোনের মধ্যে সবার ছোট। তিন ছেলের পর একমাত্র মেয়ে বলে বাবার আদর সে সবার চেয়ে বেশিই পায়। বাবা ফজলুর রহমান। গ্রামের সবাই তাকে ফজু বলে ডাকে। দিনমজুর ফজুর আয়েই তাদের সংসার চলে। চলে বললে ভুল হবে। কোনো দিন তিন বেলা খাবার জোটে তো কোনো দিন এক বেলা উপোস থাকতে হয়।

তিন ছেলের কেউই স্কুলমুখো হয়নি। তাদের স্কুলে পাঠানোর সামর্থ্য ফজুর ছিল না। তারা অবস্থাপন্ন গৃহস্থ বাড়িতে গরুর রাখাল হিসেবে কাজ করে নিজের খাওয়া-পরা চালিয়ে নিয়েছে কোনোরকমে। একটু বড় হয়ে হয়েছে দিনমজুর। এত অভাবের মধ্যেও ফজুর ইচ্ছা মেয়েকে লেখাপড়া করাবে।

ভালো ছাত্রী হিসেবে স্কুলে মোমেনার সুনাম ছিল। স্কুলের হেডস্যার একদিন মোমেনার বাবাকে বলেছিলেন, 'ফজু, তোমার মাইয়া লেখাপড়ায় অনেক ভালো। তারে পড়াইলে ভালো করবা।' কিন্তু মোমেনার কপাল! ক্লাস নাইনে পড়ার সময় তার বিয়ে হয়ে গেল। বর মজিদ আলী রাজমিস্ত্রির জোগালি। সেই থেকে এই সংসারই মোমেনার সব। ১৭ বছরের সংসারজীবনে সেরা উপহার ছেলে মনির আর মেয়ে শোভা। মোমেনা মনে মনে বলে, 'যে বয়সে আব্বা আমার বিয়া দিছিলো, এখনকার সময় হইলে আব্বা, শ্বশুর, মনিরের বাপ সবাইরে পুলিশে ধরতো, বাইল্যবিবাহের অপরাধে।'

শুধু মজিদের রোজগারে সংসার চলে না, তাই মোমেনা অন্যের বাড়িতে কাজ করে। ছেলেমেয়েকে স্কুলে ভর্তি করেছে। মোমেনা ভাবে, ছেলেমেয়ে বড় হলে ওদের দুঃখ ঘুচবে। তাই হাসিমুখে হাড়ভাঙা খাটুনি মেনে স্বপ্ন দেখে। মনির আর শোভা লেখাপড়া শিখে বড় হবে, অনেক বড়।

মজিদ আলী জোগালি থেকে মিস্ত্রি হয়েছে। এখন তার রোজগার আগের চেয়ে ভালো। মোমেনা আর পরের বাড়িতে কাজ করে না। ঘরে বসে সেলাইয়ের কাজ করে, বাড়তি রোজগারের জন্য। তা ছাড়া হাঁস-মুরগি পালে। তাদের ডিম বেচে, কখনো হাঁস-মুরগি বেচে। রোজগার যেমন বেড়েছে তেমন খরচও বেড়েছে। মনির আর শোভা নিয়মিত স্কুলে যায়। ওদের পেছনে খরচ আছে। মোমেনা জানে, বাড়ন্ত ছেলেমেয়ের জন্য পুষ্টিকর খাবার দরকার। কিন্তু সব সময় তা সে জোগাতে পারে না। তা ছাড়া জিনিসপত্রের দাম যেভাবে বাড়ছে, তাতে সংসার চালানোই দায়। কিছু টাকা সে জমিয়ে রাখে বটে, জমানো টাকা আবার কোনো না কোনোভাবে খরচ হয়ে যায়।

মোমেনার স্বপ্নের লাল গরু

পাশের বাড়ির অবস্থাপন্ন গৃহস্থ মোজাম্মেল একদিন একটি গাভি কিনে আনে। শোভা আর মোমেনা সেটা দেখতে যায়। বেশ তাগড়া একটা গাভি। মোমেনার বেশ পছন্দ হয়। তাদের এমন একটা গাভি থাকলে মন্দ হয় না, মোমেনা ভাবে। বাড়ি ফেরার সময় শোভা বলে,

– মা, আমাগো এমন একটা গরু কিনবা।

– আচ্ছা।

– আমাগো গরুটা কিন্তু লাল রঙের হইবো।

কথাটা মোমেনার বেশ মনে ধরে। এমন একটা গাভি থাকলে মন্দ হয় না। ছেলেমেয়ে দুধ খেতে পায়, আবার বাড়তি দুধ বেচে বাড়তি কিছু রোজগারও হয়। বাছুর বড় হলে সেটা বেচেও হাতে মোটা টাকা আসতে পারে। কিন্তু গাভি কিনবে এত টাকা কই। মোমেনার মনটা দমে যায়। কিন্তু একটা লাল গাভি কেনার স্বপ্নটা তার মনে মধ্যে গেঁথে থাকে।

মোমেনার সঞ্চয়

মোমেনাদের পাড়ার সালেহা খালা সেদিন মোমেনার কাছে একটা প্রস্তাব নিয়ে আসে।

– মোমেনা, আমরা একটা সমিতি করতেছি। তুমি আমাদের দলে যোগ দিবা নাকি?
সালেহা খালা বেশ বুদ্ধিমতী নারী। অনেক খোঁজখবর রাখে। তার কথায় মোমেনা বেশ আগ্রহী হয়।

– সমিতি?

সালেহা খুলে বলে,

– আমাগো উপজেলায় একটা সরকারি অফিস আছে, নাম ‘পল্লী দারিদ্র বিমোচন সংস্থা’। আমরা এই অফিসের মাধ্যমে একটা সমিতি করতে পারি। প্রতি সপ্তায় সমিতির মাধ্যমে ১০০ টাকা কইরা জমা রাখুম। পাঁচ বছর পর হেরা লাভসহ সেই ট্যাকা ফেরত দিবো।

– লাভসহ!

– হ, আমরা যেই ট্যাকা জমা রাখমু সেই ট্যাকার উপরে হ্যারা লাভ দিবো। আবার প্রয়োজনে হ্যাগো কাছ থিকা ঋণ নেওন যাইবো। সেই ঋণও কিস্তি কইরা শোধ দেওন যাইবো।

– বাহ্, খুব ভালা তো!

সমিতি নিয়ে মোমেনার একটা নেতিবাচক ধারণা ছিল। তার চেনা অনেকেই সমিতিতে টাকা দিয়ে টাকা হারিয়েছে। কিন্তু সরকারি অফিস শুনে মোমেনা ভরসা পায়। সে রাজি হয়ে যায়।

মোমেনাদের সমিতির নাম দেয় 'সরদারপাড়া মহিলা সমিতি'। তারা বাহাত্তর জন নারী সমিতির মাধ্যমে টাকা জমা রাখা শুরু করে। উপজেলা অফিসটা থেকে মোমেনাকে একটা পাশ বই দিয়েছে, সেখানে টাকার হিসাব লেখা থাকে।

মোমেনার স্বপ্ন ভঙ্গ

এভাবে পাঁচ বছর মোমেনা টাকা জমা রাখে। এর মধ্যে মোমেনা উপজেলা 'পল্লী দারিদ্র বিমোচন সংস্থা' অফিস থেকে ঋণও নিয়েছে এবং কিস্তিতে সেই ঋণ শোধও দিয়েছে। এখন মোমেনার টাকা তোলার সময় হয়েছে। মোমেনার মনে এখন খুশির জোয়ার। এবার পুরো টাকা তুলে এর সঙ্গে তার আর মজিদের জমানো আরো কিছু টাকা দিয়ে সে একটা গরু কিনবে, লাল রঙের গরু। ছেলেটা এবার ক্লাস নাইনে উঠেছে মেয়েটা সেভেনে। ওদের বেশি যত্ন দরকার। মোমেনা ওদের এবার প্রতিদিন গরুর দুধ খেতে দিতে পারবে।

মোমেনা উপজেলা অফিসে তার সঞ্চয়ের টাকা তুলতে যায়। মোমেনার পাশ বইয়ের হিসাবমতো তার ২৫ হাজার ৫০০ টাকা জমা হয়েছে। কিন্তু অফিসের লোকদের কথা শুনে তার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। অফিস থেকে বলা হয় মোমেনা তার ঋণের টাকা ঠিকমতো শোধ করেনি। তাই তার ঋণের টাকা কেটে রেখে তাকে ১২,৫০০/- টাকা দেওয়া হবে। মোমেনা প্রতিবাদ করে।

– আমি আমার ঋণের সব টাকা শোধ করেছি। আমার পাশ বইতে তার হিসাব আছে।

কিন্তু অফিসের লোকজন বলে তাদের খাতাপত্রের হিসাব অনুসারে মোমেনা ওই টাকাই পাবে। মোমেনা মন খারাপ করে বাড়ি ফিরে আসে। সব শুনে মজিদ বলে,

– যা দিচ্ছে নিয়া নাও। পরে আর ওইটাও পাইবা না।

– না, আমার অনেক কষ্টের টাকা, আমি ছাইড়া দিমু?

– ওদের খাতা-কলমের মাইর-প্যাঁচের লগে তুমি পারবা না।

– আমি এত সহজে ছাড়ুম না। শেষ চেষ্টা কইরা দেখুম।

মোমেনা জানতে পারে, এটা তার একার নয়। সমিতির বাহাত্তর জন সদস্য সবার একই অবস্থা।

পরের দিন মোমেনা আবার সেই অফিসে যায়। কিন্তু কোনো কাজ হয় না। অফিসের লোকজন সেই একই কথা বলে। স্বপ্ন ভঙ্গের বেদনায় মোমেনা বিষণ্ন হয়ে পড়ে।

মোমেনার আশার আলো—তথ্য অধিকার আইন

এভাবে বিষণ্নতায় কয়েক দিন কাটে মোমেনার। একদিন মনির স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে মোমেনাকে বলে–

– মা, আমাদের বইতে একটা আইনের কথা লেখা আছে। আজ রফিক স্যার আমাদের সেইটা পড়াইছে। তথ্য অধিকার আইন, এই আইন দিয়ে নাকি সরকারি অফিসের সব তইথ্য পাওন যায়।

– এই আইন দিয়া আমরা কী করুম?

– চলো, রফিক স্যারের সাথে কথা কই। আমার মনে হইতেছে, এইটা দিয়া কাজ হইতে পারে।

মোমেনার সব কথা শুনে রফিক স্যার জানান, সরকার 'তথ্য অধিকার আইন' নামে একটা আইন পাশ করেছে। এই আইন দিয়ে সরকারি আর এনজিও অফিসের সব তথ্য পাওয়া যায়। যে অফিসের তথ্য দরকার সেখানে তথ্য চেয়ে আবেদন করলে তারা সেই তথ্য দিতে বাধ্য।

– তোমাদের সাথে যা ঘটেছে তা অন্যায়। তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে তোমরা এই অন্যায়ের প্রতিকার করতে পারো।

মোমেনা জানতে চায়– কীভাবে?

– তোমরা তোমাদের সঞ্চয় আর ঋণের টাকার হিসাব চেয়ে ওই অফিসে লিখিতভাবে আবেদন করতে পারো।

– আমরা কি এইসব জটিল কাজ করতে পারুম?

– এটা খুব জটিল কাজ নয়। উপজেলা শহরে সাইফুল নামে আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু আছে। সে এমআরডিআই নামে একটা এনজিওতে চাকরি করে। তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে তথ্য পেতে ওরা সাহায্য করে। সে নিজেও বহুবার এই আইন ব্যবহার করেছে। আমি তোমাদের তার ঠিকানা আর ফোন নম্বর দিচ্ছি। আর আমিও তাকে ফোন করে বলে দিচ্ছি। সে তোমাদের এই কাজে সাহায্য করবে।

সাইফুলের ঠিকানা আর ফোন নম্বর নিয়ে মোমেনা আর মনির বাড়ি ফেরে। আগামীকাল তারা সাইফুলের সঙ্গে দেখা করবে। রফিক স্যারের কথা শুনে মোমেনা আশার আলো দেখতে পায়। এবার হয়তো তার টাকার একটা কূলকিনারা হবে।

তথ্য অধিকার আইন অনুসারে নাগরিক চাইলে কর্তৃপক্ষ তথ্য দিতে বাধ্য

তথ্য অধিকার আইনে তথ্য হলো কর্তৃপক্ষের অফিসে যা কিছু সংরক্ষিত আছে তার সব

- ফাইলে যত কাগজ সংরক্ষিত আছে
- ফাইলের বাইরে থাকা সংরক্ষিত কাগজ
- কম্পিউটারে অফিসের যা কিছু সংরক্ষিত আছে
- অফিসে সংরক্ষিত বই, খাতা, নকশা, মানচিত্র, দলিল
- ছবি, ভিডিও, অডিও, ফিল্ম
- তথ্য বা উপাত্ত আছে, এমন অন্য সবকিছু

তবে সরকারি অফিস ফাইলে যে নোটশিট থাকে তা তথ্য নয়।

আইনে কর্তৃপক্ষ কারা?

- সকল সাংবিধানিক সংস্থা
- সকল সরকারি প্রতিষ্ঠান
- স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান
- সরকারি ও বিদেশি সাহায্যে চলে এমন সব বেসরকারি প্রতিষ্ঠান

তথ্য চেয়ে মোমেনার আবেদন

পরদিন সকালে মোমেনা, মজিদ আর তাদের ছেলে মনির উপজেলা সদরে যায় সাইফুলের সঙ্গে দেখা করতে। তাদের কাছ থেকে বিস্তারিত শুনে আর সঞ্চয় হিসাবের পাশ বই দেখে সাইফুল বলে–

– এখানে আপনাদের ঠকানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। এই অফিসের বিরুদ্ধে আমি আগেও এমন অভিযোগ শুনেছি, কিন্তু কোনো উপযুক্ত প্রমাণ পাইনি। সব টাকা হারানোর ভয়ে সবাই চুপচাপ মেনে নিয়েছে।

– অহন আমরা কী করুম?

– রফিকের সাথে আমার ফোনে কথা হয়েছে। আপনি ওই অফিসে তথ্য চেয়ে একটা আবেদন করবেন।

– তথ্য চেয়ে আবেদন! কিন্তু ক্যামনে আবেদন করতে হয় আমি তো হ্যার কিছুই জানি না।

মায়ের কথা শুনে মনির বলে, মা আমি কিছু কিছু জানি। আমাদের বইয়ে কিছু কিছু আছে। বাকিটা রফিক স্যার আমাদের বুঝিয়ে বলেছে।

সাইফুল জানতে চায়, বলো তো কীভাবে আবেদন করতে হয়।

মনির জবাব দেয়, তথ্য চেয়ে আবেদন করার জন্য একটা নির্দিষ্ট ফরম আছে, 'ক' ফরম, সেইটা পূরণ করে ওই অফিসে আবেদন করতে হবে। এই আবেদন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে করতে হবে।

তথ্য অধিকার আইন
তথ্য চাওয়া এবং পাওয়া

- তথ্য পেতে অবশ্যই লিখিত আবেদন করতে হবে। আবেদনটি করতে হবে অফিসের 'দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা'র কাছে
- তথ্য চেয়ে আবেদনের জন্য নির্ধারিত 'ক' ফরম পূরণ করে আবেদন করতে হবে
- ফরম পাওয়া না গেলে সাদা কাগজে লিখেও আবেদন করা যাবে
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবেদন গ্রহণ করবেন এবং প্রাপ্তি স্বীকার করবেন
- তিনি ২০ কার্যদিবসের মধ্যে চাহিত তথ্য সরবরাহ করবেন
- তিনি তথ্য প্রত্যয়ন করে দেবেন
- তথ্য পেতে তথ্যের জন্য মূল্য দিতে হবে
- তথ্যের মূল্য প্রতি পৃষ্ঠা ফটোকপির জন্য ২ টাকা। ছাপানো, সিডি ইত্যাদি তথ্যের প্রকৃত দাম।

– বলো তো দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কী?

– সব অফিসেই আবেদন জমা নেওয়া এবং আবেদনের তথ্য দেওয়ার জন্য একজন কর্মকর্তা নির্দিষ্ট করা আছে। তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।

– একদম ঠিক। এই নাও 'ক' ফরম। তুমি পূরণ করবা, আমি তোমাকে সাহায্য করব।

মনির 'ক' ফরম আগে দেখেনি। ফরমটি হাতে নিয়ে প্রথমে সে মনোযোগ দিয়ে দেখে। খুব কঠিন কিছু নয়। সে স্কুলে বিভিন্ন সময়ে যেসব ফরম পূরণ করেছে এটা তার চেয়ে খুব একটা আলাদা নয়। এখানে নাম, পিতা-মাতার নাম, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা, থাকলে ফোন নম্বর এসব লিখতে হয়। দুটো জায়গা শুধু আলাদা। এক জায়গায় কী ধরনের তথ্য চাই তা লিখতে হবে, আর আরেক জায়গায় কোন পদ্ধতিতে তথ্য পেতে চাই, তা লিখতে হবে। এই দুটো জায়গা সে সাইফুলের সাহায্য নিয়ে পূরণ করে। সবশেষে মোমেনা তাতে স্বাক্ষর করে এবং তারিখ দেয়।

আবেদন ফরম পূরণ করে তারা ফরমটির একটা ফটোকপি করে নেয়। সে দিনই তারা ফরমটি 'পল্লী দারিদ্র বিমোচন সংস্থা' অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে জমা দেয়। ফরমের ফটোকপিতে তারা প্রাপ্তি স্বীকার স্বরূপ ওই কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সিল নিয়ে নেয়।

এই আবেদনে মোমেনা এই তথ্যগুলো ফটোকপি আকারে পেতে চেয়েছে–

১. সরদারপাড়া মহিলা সমিতির মোমেনা খাতুন, দল নম্বর-৭, সদস্য কোড নম্বর-৩৪ এবং পাশ বই নম্বর-৯৪৫৮ এর মোট সঞ্চয় জমা, সঞ্চয়কৃত টাকা উত্তোলন, ঋণ গ্রহণ ও ঋণ পরিশোধসংক্রান্ত সকল তথ্যের কপি।

২. সরদারপাড়া মহিলা সমিতির সকল সদস্যের নাম-ঠিকানাসহ তালিকা এবং প্রত্যেক সদস্যের মোট সঞ্চয়, সঞ্চয়কৃত টাকা উত্তোলন, ঋণ গ্রহণ ও ঋণ পরিশোধসংক্রান্ত সব তথ্যের কপি।

আবেদন জমা দিয়ে বের হয়ে মোমেনা জিজ্ঞাসা করে, হ্যারা কত দিনের মইদ্যে তইথ্য দিবো।

– ২০ কার্যদিবসের মধ্যে আপনি তথ্য পাবেন, সাইফুল জবাব দেয়। মনিরকে সে জিজ্ঞাসা করে, মনির বলো তো কার্যদিবস কী?

– অফিস খোলা থাকে, এমন দিনগুলোকে কার্যদিবস বলে। ২০ কার্যদিবস মানে ছুটির দিন বাদে অফিস খোলা থাকবে এমন ২০টি দিন।

– বাহ্ দারুণ! আপনার ছেলেটা অনেক মেধাবী!

কিন্তু মোমেনার তখন আর অন্য কোনো দিকে খেয়াল নেই। সে আবার জিজ্ঞাসা করে, আবেদনে কি কাজ হইবো? সাইফুল উত্তর দেয়, আপনি যে তথ্য জানতে চেয়েছেন তাতে যেখানে সে আপনাদের সঞ্চয় আর ঋণের হিসাব রেখেছে তাকে সেই সব খাতাপত্রের ফটোকপি দিতে হবে। সেখানে কিন্তু সঠিক হিসাবটিই আছে; যেমন আছে আপনার পাশ বইতে। তার পরও মোমেনার সন্দেহ দূর হয় না। এই এক পাতার একটা ফরম পূরণ করে তথ্য চাইলেই সব সমস্যার সমাধান! সে জিজ্ঞাসা করে, যদি তারা তইথ্য না দেয়?

– তারও ব্যবস্থা আছে। দেখি তারা কী করে। তথ্য না দিলে অথবা ভুল, বিভ্রান্তিকর বা অসম্পূর্ণ তথ্য দিলে আইন অনুসারে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে। সে পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

মোমেনার তথ্য প্রাপ্তি : সমাধান মেলে না

আবেদনের সাত দিন পর মোমেনার বাড়ির ঠিকানায় একটা চিঠি আসে। সেখানে মোমেনার চাওয়া তথ্য একপাতা এবং তার জন্য ২ টাকা জমা দিতে বলা হয়। সোনালী ব্যাংকে চালানের মাধ্যমে ২ টাকা জমা দিয়ে ওই অফিসে চালানের কপি জমা দিলে অফিস থেকে তাকে ১ পাতার তথ্য দেওয়া হয়। তথ্য হাতে পেয়ে মোমেনার হতাশা বাড়ে। অফিসের কর্মকর্তারা তাকে মুখে যে কথা বলেছিল এখানে সে কথাগুলোই লিখে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা স্বাক্ষর আর সিল দিয়ে দিয়েছে। আবার সেখানে এ কথাও লিখে দিয়েছে 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর অধীনে এই তথ্য সরবরাহ করা হইয়াছে'। মোমেনার দিকে তাকিয়ে আছে সরদারপাড়া মহিলা সমিতির অন্য সদস্যরাও। সবার আশা, মোমেনার এই আবেদনের ফলে তারা সবাই তাদের ন্যায্য টাকা ফেরত পাবে। এই চিন্তা মোমেনাকে আরো হতাশ করে তোলে।

সাইফুল ইসলাম এটা দেখে বলে, এখানে তো তারা তাদের মুখের বক্তব্য কম্পিউটারে লিখে সিল-স্বাক্ষর দিয়ে আপনাকে দিয়ে দিয়েছে। এটা আপনার চাওয়া তথ্য নয়। আপনার চাওয়া

তথ্য হলো ওই অফিসে সংরক্ষিত সেইসব খাতাপত্রের কপি, যেখানে আপনাদের সঞ্চয় আর ঋণের হিসাব লেখা আছে। আপনাকে যে তথ্য দিয়েছে তা বিভ্রান্তিকর।

মজিদ ক্ষোভের সঙ্গে বলে, আমি আগেই কইছিলাম এইসব ঝামেলা কইরো না। যা দিতাছে নিয়া নাও। অক্‌খন তো সেইডাও পাইবা না।

সাইফুল অবাক হয়, কেন পাবে না!

– আপনারে তো কওয়া হয় নাই, আবেদন করার পর ওই অফিসের কর্মকর্তা জামাল হোসেন ফোন কইরা শাসাইছে। কইছে, আমাগো বিরুদ্ধে আবেদন করছো। তুমার সাহস তো কম না! টাকা যা পাইতা অহন আর তাও পাইবা না।

– মগের মুল্লুক নাকি, টাকা পাবেন না! শোনেন, সরকার আমাদের সবার জন্য কত ভালো ভালো ব্যবস্থা করে রেখেছে। কিন্তু এমন কিছু খারাপ লোকের কারণে দেশের বদনাম হয়, সরকারের বদনাম হয়। আমিও এর শেষ দেখে ছাড়ব। মোমেনা আপা, আপনিও কি ভয় পেয়েছেন?

– শোনেন ভাই, এই ট্যাকা কারো দয়ার ট্যাকা না, আমার রক্ত পানি করা ট্যাকা। এই ট্যাকা আমি এত সহজে ছাইড়া দিমু না।

– শাব্বাশ! তাহলে এখন মনোযোগ দিয়া শোনেন। তথ্য চাওয়ার পর কোনো অফিস তথ্য না দিলে অথবা ভুল, বিভ্রান্তিকর বা অসম্পূর্ণ তথ্য দিলে আইন অনুসারে তার বিরুদ্ধে আপীল কর্তৃপক্ষের কাছে আপীল করতে হয়।

– মনির জানতে চায়, আপীল কর্তৃপক্ষ কে হবেন?

আপীল দায়ের ও নিষ্পত্তি

নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তথ্য বা জবাব না পেলে; তথ্য প্রদানে অপারগতা জানালে; অসম্পূর্ণ, ভুল বা বিভ্রান্তিকর তথ্য দিলে; তথ্যের জন্য অধিক মূল্য দাবি করলে

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ৩০ দিনের মধ্যে 'গ' ফরম পূরণ করে আপীল কর্তৃপক্ষের কাছে আপীল করতে হয়

আপীল দায়েরের ১৫ দিনের মধ্যে আপীল কর্তৃপক্ষ আপীল নিষ্পত্তি করবেন

আপীল কর্তৃপক্ষ হলেন–

যে অফিসে তথ্য চেয়ে আবেদন করেছেন তার ঠিক ওপরের অফিসের প্রধান অথবা

যাদের ওপরের অফিস নেই, তাদের ক্ষেত্রে একই অফিসের প্রধান

– আপীল কর্তৃপক্ষ হলেন, যে অফিসে আবেদন করা হয় সেই অফিসের ঠিক ওপরের অফিসের প্রধান। তাহলে বলো তো এখানে কার কাছে আপীল করতে হবে?

– জেলা 'পল্লী দারিদ্র বিমোচন সংস্থা'-এর প্রধানের কাছে।

– ঠিক বলেছ। আপীল দায়েরের জন্য একটা ফরম আছে। 'গ ফরম। এখন এটা পূরণ করে আমাদের আপীল করতে হবে।

– মোমেনা জানতে চায়, কত দিনের মধ্যে আমরা আপীল করতে পারব?

– সাধারণত ৩০ দিনের মধ্যে আপীল করতে হয়। তবে আমরা দেরি না করে আজই আপীল করে ফেলব।

– মজিদ জানতে চায়, আপীল কি জেলা অফিসে গিয়ে করতে হবে?

– না, আমরা আপীল ফরম পূরণ করে রেজিস্টার্ড ডাকযোগে পাঠিয়ে দেব। নাও মনির, এবারও ফরম পূরণের দায়িত্ব তোমার।

হার না মানা মোমেনা

আপীল আবেদনের পর আপীল কর্তৃপক্ষও মোমেনাকে একটা চিঠি পাঠায়। সেই চিঠিতে জানানো হয়, উপজেলা অফিস তাকে সঠিক তথ্যই দিয়েছে। সুতরাং আপীল খারিজ।

চিঠি পড়ে মোমেনার হাসি পায়। মনে মনে বলে, দেশটাকে তোমরা মগের মুল্লুক ভাইবা নিছো। তবে আমিও তোমাগো ছাড়তাছি না। মোমেনা এখন জানে, ওরা যতই চেষ্টা করুক তথ্য না দিয়ে পার পাবে না। তারা সেদিন সাইফুলের কাছে কয়েকটি ঘটনা শুনেছে। যারাই তথ্য দিতে গড়িমসি করেছে তাদের তথ্য কমিশনের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত তথ্য দিয়েছে আবার জরিমানাও দিয়েছে। মোমেনা সিদ্ধান্ত নেয় সে এর বিরুদ্ধে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করবে।

সাইফুলের সহায়তায় অভিযোগ ফরম পূরণ করে রেজিস্টার্ড ডাকযোগে সে তথ্য কমিশনের কাছে অভিযোগ প্রেরণ করে। অভিযোগ ফরমের সঙ্গে সে তার আবেদন, আপীল এবং প্রাপ্ত তথ্য সংযুক্ত করে দেয়।

একদিন তথ্য কমিশন থেকে একটা চিঠি আসে। তথ্য কমিশন তার অভিযোগ গ্রহণ করে শুনানির জন্য ডেকেছে। নির্ধারিত দিনে মোমেনা তথ্য কমিশনে হাজির হয়। সঙ্গে মজিদ। মোমেনার একটু ভয় ভয় লাগে। যদিও সাইফুল ভাই সবকিছু বুঝিয়ে দিয়েছে, তার পরও তার

কেমন জানি লাগে। যখন তার ডাক আসে তখন দুরু-দুরু বুকে সে ভেতরে ঢোকে। চেয়ার দেখিয়ে তাকে বসতে বলা হয়। সে দেখে তার ডান দিকের সারিতে উপজেলা পল্লী দারিদ্র বিমোচন সংস্থা অফিসের সেই দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বিব্রত মুখ নিয়ে বসে আছে। তার সামনে বিচারকের আসনে তিন জন। সে জানে মাঝের জন প্রধান তথ্য কমিশনার আর তার দুই পাশে দুজন তথ্য কমিশনার। তাদের একজন আবার নারী। সাইফুল ভাইয়ের কাছে শুনে সেসব মুখস্থ করে নিয়েছে। সামনে তথ্য কমিশনের কর্মকর্তারাও রয়েছেন।

তাকে শপথ পড়িয়ে যখন অভিযোগ বলতে বলা হয় তখন জাদুর মতো তার সব ভয় উড়ে যায়। সে গুছিয়ে পুরো ঘটনাটি তুলে ধরে। তার বলা শেষ হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে শপথ পড়িয়ে তার বক্তব্য বলতে বলেন। তিনি বলতে শুরু করলে তার কাছে একের পর এক প্রশ্ন ছুটে আসে। প্রধান তথ্য কমিশনার আর দুজন তথ্য কমিশনার মিলে তাকে বিভিন্ন প্রশ্ন করে তার মুখ থেকে আসল সত্য বের করে আনেন। তখন তার মুখে আর কথা সরে না। তারা বলতে থাকেন, আপনি ইচ্ছা করে তাকে বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়েছেন। আপনারা দুর্নীতি করেছেন আর তা ঢাকতে সাধারণ মানুষকে হয়রানি করছেন। এমন আরো কত কথা।

শেষে তথ্য কমিশন সিদ্ধান্ত দিল আগামী সাত দিনের মধ্যে সঠিক তথ্য সংবলিত সংশ্লিষ্ট হিসাবের প্রত্যয়নকৃত ফটোকপি সরবরাহ করতে। পাশাপাশি বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়ে আইন ভঙ্গের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত

আপীল করে তথ্য না পেলে তথ্য কমিশনে অভিযোগ

- সাধারণত ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অভিযোগ করতে হয়
- নির্ধারিত ফরম পূরণ করে অভিযোগ দায়ের করতে হয়
- তথ্য কমিশন সাধারণভাবে ৪৫ দিনের মধ্যে অভিযোগ নিস্পত্তি করবে
- অভিযোগ নিস্পত্তি করতে তথ্য কমিশন সর্বোচ্চ ৭৫ দিন সময় নিতে পারবে
- তথ্য কমিশন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে জরিমানা করতে এবং তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করতে পারেন।

কর্মকর্তাকে ৩ হাজার টাকা জরিমানা করা হলো এবং ক্ষতিপূরণ বাবদ মোমেনাকে ২ হাজার টাকা প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হলো। তথ্য কমিশন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে আরো জানিয়ে দিল যে, তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তথ্য কমিশন থেকে তার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে চিঠি দেওয়া হবে।

ফেরার পর সাত দিন লাগেনি। তিন দিনে মোমেনা সব তথ্য পেয়েছে। এই তথ্যে তাদের সঠিক টাকার হিসাব আছে। এর ১৫ দিনের মধ্যে সরদারপাড়া মহিলা সমিতির ৭২ জন সদস্যের সবাই তাদের ন্যায্য টাকা ফেরত পেয়েছে। মোমেনার পাওয়া তথ্য দিয়ে সাইফুল হোসেন পত্রিকায় একটা লেখা প্রকাশ করেছে। এরপর এই অনিয়মে দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করতে এবং তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে কর্তৃপক্ষ তদন্ত কমিটি করেছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বলেছে, দায়ীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে, যেন ভবিষ্যতে কেউ এমন করতে না পারে।

পুরো ঘটনাটি মোমেনাদের গ্রাম এবং আশপাশের কয়েকটি গ্রামকে নাড়িয়ে দিয়েছে। সরকারি সেবা প্রাপ্তি এবং তা থেকে অনিয়ম ও গাফিলতি দূর করতে অনেকেই এই আইনের আশ্রয় নিচ্ছেন। তথ্য অধিকার আইন সবার কাছে যেন আলাদিনের আশ্চর্য চেরাগ।

ফরম কোথায় পাবেন?

আপনারা জেনেছেন, তথ্য চেয়ে আবেদন করতে হলে নির্ধারিত ফরম ('ক'-ফরম) পূরণ করে আবেদন করতে হয়। একইভাবে আপীল ও অভিযোগের জন্যও রয়েছে নির্ধারিত ফরম।

এই বইয়ের শেষের দিকে ফরম তিনটি দেওয়া হয়েছে। আপনারা এই পাতা থেকে ফটোকপি করে ব্যবহার করতে পারেন। আবার এই ফরমের মতো করে কম্পিউটারে বা হাতে লিখেও আবেদন করতে পারেন।

অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে ফরমগুলো থাকতে পারে। যদিও তার কাছে ফরম থাকা বাধ্যতামূলক নয়, তবুও আপনি চেয়ে দেখতে পারেন।

আপনি আপনার কাছের ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার বা কম্পিউটারের মাধ্যমে নানান সেবা দেয়, এমন দোকানে গিয়ে এই তথ্য দিলে তিনি আপনাকে ফরমটি খুঁজে দিতে পারবেন। তবে এর জন্য আপনাকে এর মূল্য পরিশোধ করতে হবে। এ ছাড়া তথ্য কমিশন ও এমআরডিআই-এর ওয়েবসাইটে ফরমগুলো আছে।

তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইট
www.infocom.gov.bd

এমআরডিআই-এর ওয়েবসাইট
www.mrdibd.org

অধ্যায়-২

তথ্য পাওয়া আমাদের অধিকার

দেশের মালিক ও তার নজরদারি

বাংলাদেশের সংবিধানে বলা হয়েছে, জনগণ প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক। অর্থাৎ এই দেশের মালিক এবং দেশের সব সম্পদেরও মালিক তারা। দেশের প্রতিটি টাকাই তাদের টাকা।

প্রতিদিন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জনগণ ট্যাক্স দিচ্ছে। এই ট্যাক্সের টাকায় দেশ চলছে। আবার বিদেশ থেকে যে ঋণ বা অনুদানের টাকা আসে সে টাকাও জনগণের নামে আসে এবং এনজিওগুলো বিদেশ থেকে যেসব টাকা আনে তাও আসে তাদের উন্নয়নে ব্যয়ের জন্যই। কাজেই এসব টাকাও তাদের টাকা।

একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সব কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় জনগণের, অর্থাৎ রাষ্ট্রের মালিকের সর্বোচ্চ কল্যাণ সাধনের জন্য। আর এই কাজগুলো করে দেশের সরকার। সরকারি কাজের ব্যয় নির্বাহ হয় জনগণের ট্যাক্সের টাকা থেকে, জনগণের নামে আসা বরাদ্দের টাকা থেকে। এ কারণে সরকারের সব কাজ, সব বরাদ্দ ও সব খরচের হিসাব জনগণকে জানাতে হবে।

আবার, জনগণের সেবায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানগুলোতে কাজ করছেন অনেক কর্মকর্তা-কর্মচারী, যাদের বেতন-ভাতা ও সুবিধাদির টাকাও আসে জনগণের টাকা থেকে। এসব কর্মকর্তা-কর্মচারীর কার কী দায়িত্ব এবং সেই দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন হচ্ছে কি না জনগণ তার খোঁজ নেবে, নজরদারি করবে। এসব কিছু জানতে পারলে জনগণের কাছে সব কাজ, সব ব্যয়ের স্বচ্ছতা ও সবার কাজের জবাবদিহি নিশ্চিত হবে।

তথ্য জানার অধিকার

দেশের মালিক হিসাবে দেশের সব তথ্য জানতে পারা জনগণের অধিকার। আর এই অধিকার নিশ্চিত করতে ২০০৯ সালে জাতীয় সংসদে তথ্য অধিকার আইন পাশ হয়েছে। এই আইন অনুযায়ী কোনো নাগরিকের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাকে তথ্য সরবরাহ করতে বাধ্য থাকবে।

দেশের যে-কোনো নাগরিক সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি বা বিদেশি টাকায় চলে, এমন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/এনজিওর কাছ থেকে প্রয়োজনে যে-কোনো তথ্য চাইতে পারবে। তবে মনে রাখতে হবে, কিছু তথ্য, যা প্রকাশ পেলে জনগণের বা রাষ্ট্রের ক্ষতি হবে তার প্রকাশ বাধ্যতামূলক নয়।

'তথ্য অধিকার' কেন দরকার?

তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জনগণের চিন্তা, বিবেক ও বাক্‌স্বাধীনতা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই আইনটি ব্যবহার করে একজন নাগরিক কাঙ্ক্ষিত তথ্য পেতে পারেন যা তার অন্যান্য অধিকার অর্জনে সহায়ক হবে, জনগণের জীবন ও জীবিকায় ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আসবে ও ন্যায্য সেবা প্রাপ্তিকে নিশ্চিত করবে।

তথ্য অধিকার স্বচ্ছতা আনে ও জবাবদিহি নিশ্চিত করে। সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে গৃহীত সেবা কার্যক্রম ঠিকঠাকমতো হচ্ছে কি না, কোনো গাফিলতি-অনিয়ম-দুর্নীতি রয়েছে কি না, তথ্য জানার মাধ্যমে জনগণ সবকিছু স্পষ্টভাবে জানতে ও বুঝতে পারবে।

এভাবে যদি দেশে জনগণের মালিকানা প্রতিষ্ঠা পায়, তাহলে দুর্নীতি কমে যাবে, দেশে সুশাসন আসবে। আমরা পাব আমাদের স্বপ্নের বাংলাদেশ। তথ্য অধিকার আইন হলো আমাদের সেই স্বপ্ন পূরণের জাদুর কাঠি।

অধ্যায় ৩

তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োগ

তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে দুটি পক্ষ আছে–

১. যিনি তথ্য চাইবেন, অর্থাৎ জনগণ এবং

২. যিনি তথ্য দেবেন, অর্থাৎ কর্তৃপক্ষ

তথ্য চাওয়ার ও পাওয়ার প্রক্রিয়ার একটা ধারণা মোমেনার গল্প থেকে পাওয়া গিয়েছে। তার পরও পুরো ধাপটিকে একত্রে তুলে ধরলে আবেদনে আগ্রহী ব্যক্তিগণ উপকৃত হবেন।

অন্যদিকে, তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের করণীয় বিষয়ে বিবরণ থাকলে তা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের জন্য আইন ও বিধিমালা অনুসারে কার্যসম্পাদন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হবে। তাই এখানে তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের এই দুটি দিক তুলে ধরা হলো।

তথ্য চেয়ে আবেদন ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রক্রিয়া

আমরা আগেই জেনেছি, তথ্য অধিকার আইন অনুসারে বাংলাদেশের কোনো নাগরিক চাইলে কর্তৃপক্ষ তাকে সেই তথ্য দিতে বাধ্য। এই আইন অনুসারে তথ্য পেতে আবেদনকারীকে ৩ (তিন)টি ধাপ অনুসরণ করতে হতে পারে–

১. আবেদন ২. আপীল ও ৩. অভিযোগ

তথ্য চেয়ে আবেদন

কর্তৃপক্ষের কাছে থেকে কাঙ্ক্ষিত তথ্য পেতে লিখিতভাবে আবেদন করতে হয়। তথ্য চেয়ে আবেদনের জন্য একটি নির্ধারিত ফরম আছে। ‘ক’ ফরম। এই ‘ক’ ফরম পূরণ করে তথ্য চাইতে হয়। ফরম না পাওয়া গেলে সাদা কাগজে লিখেও আবেদন করা যায়।

কোন তথ্য আপনি চান তা সুনির্দিষ্ট করুন এবং তথ্যটি কোন অফিসে চাইতে হবে তা চিহ্নিত করুন। এরপর 'ক' ফরম পূরণ করে সংশ্লিষ্ট অফিসের 'দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা'-র কাছে আবেদন করুন। আগেই জেনেছেন, তথ্য অধিকার আইন অনুসারে সব অফিসে একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা থাকবেন, যিনি তথ্যের জন্য আবেদন গ্রহণ করবেন, তথ্য প্রদান করবেন এবং এ সংক্রান্ত অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজ সম্পাদন করবেন।

হাতে হাতে আবেদন জমা দিলে আবেদনপত্রের একটি ফটোকপিতে আবেদন গ্রহণকারীর স্বাক্ষর ও সিল দিয়ে নিন। আর ডাকযোগে আবেদন করলে তা অবশ্যই প্রাপ্তিস্বীকারের ব্যবস্থা আছে এমন রেজিস্টার্ড ডাকযোগে পাঠান।

চাহিত তথ্য প্রদানযোগ্য হলে ২০ কার্যদিবসের মধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যথাযথ পদ্ধতিতে তথ্য সরবরাহ করবেন। তথ্য প্রদানের আগে তিনি আপনাকে তথ্যের মূল্য অবহিত করবেন। তথ্য পেতে হলে আপনাকে পাঁচ কার্যদিবসের মধ্যে সেই মূল্য ব্যাংক চালানের মাধ্যমে অথবা নগদে পরিশোধ করতে হবে। এই মূল্য খুব বেশি নয়। প্রতি পৃষ্ঠা ফটোকপির জন্য মাত্র ২ টাকা হারে দিতে হবে। তথ্য যদি অন্য প্রকৃতির হয়, যেমন– ছাপানো, সিডি ইত্যাদি তাহলে তথ্যের প্রকৃত দাম দিতে হবে।

চাহিত তথ্যের সঙ্গে একাধিক তথ্য প্রদান ইউনিট বা কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্টতা থাকলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে চাহিত তথ্য সরবরাহ করবেন। তবে চাহিত তথ্য কোনো ব্যক্তির জীবন, মৃত্যু, গ্রেপ্তার বা জেল থেকে মুক্তিসংক্রান্ত হলে তার প্রাথমিক তথ্য ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সরবরাহ করতে হবে। অন্যদিকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য প্রদানে অপারগ হলে ১০ কার্যদিবসের মধ্যে অপারগতার কারণসহ লিখিতভাবে (নির্ধারিত 'খ' ফরমে) আবেদনকারীকে অবহিত করবেন।

আবেদন করে তথ্য না পেলে আপীল

নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোনো তথ্য বা জবাব না দিলে বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট না হলে বা ক্ষেত্রমত, সিদ্ধান্ত লাভ করবার পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আপীল কর্তৃপক্ষের কাছে আপীল দায়ের করতে হয়। আপীল দায়ের করার জন্য নির্ধারিত 'গ' ফরম পূরণ করে আপীল আবেদন করতে হয়।

একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, পূরণকৃত আপীল ফরমের সঙ্গে আবেদনের ফটোকপি এবং আবেদনের প্রাপ্তিস্বীকারপত্রসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র (যদি থাকে) সংযুক্ত করে দিতে হবে।

সাধারণভাবে আপীল করতে হয়, যে অফিসে তথ্য চেয়ে আবেদন করেছেন তার ঠিক ওপরের অফিসের প্রধান ব্যক্তির কাছে। যাদের ওপরের অফিস নেই তাদের ক্ষেত্রে ওই একই অফিসের প্রধানের কাছে আপীল দায়ের করতে হয়।

আপীল আবেদনের ক্ষেত্রেও হাতে হাতে জমা দিলে একটি ফটোকপিতে আবেদন গ্রহণকারীর স্বাক্ষর ও সিল দিয়ে নিতে হবে। আর ডাকযোগে আবেদন করলে তা অবশ্যই প্রাপ্তিস্বীকারের ব্যবস্থা আছে এমন রেজিস্টার্ড ডাকযোগে পাঠাতে হবে।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্মকর্তার কিছু উদাহরণ

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (উপজেলা পর্যায়)	**আপীল কর্মকর্তা (জেলা পর্যায়)**
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়
উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়	জেলা সমাজসেবা কার্যালয়
উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস	জেলা প্রাণিসম্পদ অফিস
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (জেলা পর্যায়)	**আপীল কর্মকর্তা (আঞ্চলিক/বিভাগীয় পর্যায়)**
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়	বিভাগীয় কমিশনার
জেলা সমাজসেবা কার্যালয়	বিভাগীয় কার্যালয় না থাকায় মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর
জেলা তথ্য অফিস	আঞ্চলিক তথ্য অফিস
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (বিভাগীয় পর্যায়)	**আপীল কর্মকর্তা (অধিদপ্তর পর্যায়)**
বিভাগীয় পরিবার পরিকল্পনা অফিস	পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
বিভাগীয় মৎস্য অফিস	মৎস্য অধিদপ্তর
বিভাগীয় সমাজসেবা অফিস	সমাজসেবা অধিদপ্তর
দয়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (অধিদপ্তর পর্যায়)	**আপীল কর্মকর্তা (মন্ত্রণালয় পর্যায়)**
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়
দয়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (মন্ত্রণালয় পর্যায়)	**আপীল কর্মকর্তা (মন্ত্রণালয় পর্যায়)**
মন্ত্রণালয়ের সচিব কর্তৃক নিয়োজিত কর্মকর্তা	সচিব, (সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়)

আপীল কর্তৃপক্ষ আপীল আবেদন পাওয়ার পর ১৫ দিনের মধ্যে আপীলের সিদ্ধান্ত দেবেন। তিনি তথ্য প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেবেন অথবা আইনের বিধান অনুযায়ী তার বিবেচনায় আপীল গ্রহণযোগ্য মনে না হলে আপীল আবেদনটি খারিজ করতে পারবেন।

তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের

আবেদনকারী যদি আপীল করেও তথ্য না পান তাহলে তাকে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করতে হবে।

অর্থাৎ আপীল নিষ্পত্তির জন্য নির্ধারিত ১৫ দিন পার হলেও আপীল কর্তৃপক্ষের কাছে থেকে কোনো সাড়া পাওয়া গেল না অথবা তিনি আপীলের আবেদন খারিজ করে দিলেন অথবা এমন

কোনো সিদ্ধান্ত দিলেন যাতে আবেদনকারী সন্তুষ্ট হলেন না। তাহলে পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে অভিযোগ দায়েরের জন্য নির্ধারিত ফরম পূরণ করে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করতে হবে।

তথ্য কমিশন তথ্য অধিকার আইনের দ্বারা গঠিত তথ্য অধিকার সুরক্ষার সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান। প্রধান তথ্য কমিশনার এবং দুজন তথ্য কমিশনারের সমন্বয়ে তথ্য কমিশন গঠিত। কেউ তথ্য না পেয়ে অভিযোগ করলে তথ্য কমিশন সেই অভিযোগ নিষ্পত্তি করেন। অভিযোগ নিষ্পত্তির সময় যদি এমন প্রমাণিত হয় যে তথ্য প্রদান না করে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আইনপরিপন্থি কাজ করেছেন, তাহলে তথ্য কমিশন তার বিরুদ্ধে জরিমানা আরোপ এবং বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করতে পারেন। আবেদনকারীকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্যও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দিতে পারেন তথ্য কমিশন।

দায়েরকৃত অভিযোগ তথ্য কমিশন সাধারণভাবে ৪৫ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করবে। অভিযোগ নিষ্পত্তি করতে তথ্য কমিশন সর্বোচ্চ ৭৫ দিন সময় নিতে পারবেন।

তথ্য কমিশনের অভিযোগের কারণসমূহ

- কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ না করা কিংবা তথ্যের জন্য অনুরোধপত্র গ্রহণ না করা
- কোনো তথ্য চাহিদা প্রত্যাখ্যাত হলে
- তথ্যের জন্য অনুরোধ করে এই আইনে উল্লিখিত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কর্তৃপক্ষের নিকট হতে কোনো জবাব বা তথ্য প্রাপ্ত না হলে
- কোনো তথ্যের এমন অঙ্কের মূল্য দাবি করা হলে বা প্রদানে বাধ্য করা হলে যা তার বিবেচনায় যৌক্তিক নয়
- অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে অসম্পূর্ণ তথ্য প্রদান করা হলে বা যে তথ্য প্রদান করা হয়েছে তা ভ্রান্ত বা বিভ্রান্তিকর বলে মনে হলে
- এই আইনের অধীনে তথ্যের জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন বা তথ্য প্রাপ্তি সম্পর্কিত অন্য যে কোনো বিষয়
- আপীল দায়ের করেও নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে যথাযথ তথ্য না পেলে বা আপীলের সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ হলে

আবেদন, আপীল ও অভিযোগের
পুরো প্রক্রিয়াটি নিচের ছকে তুলে ধরা হলো

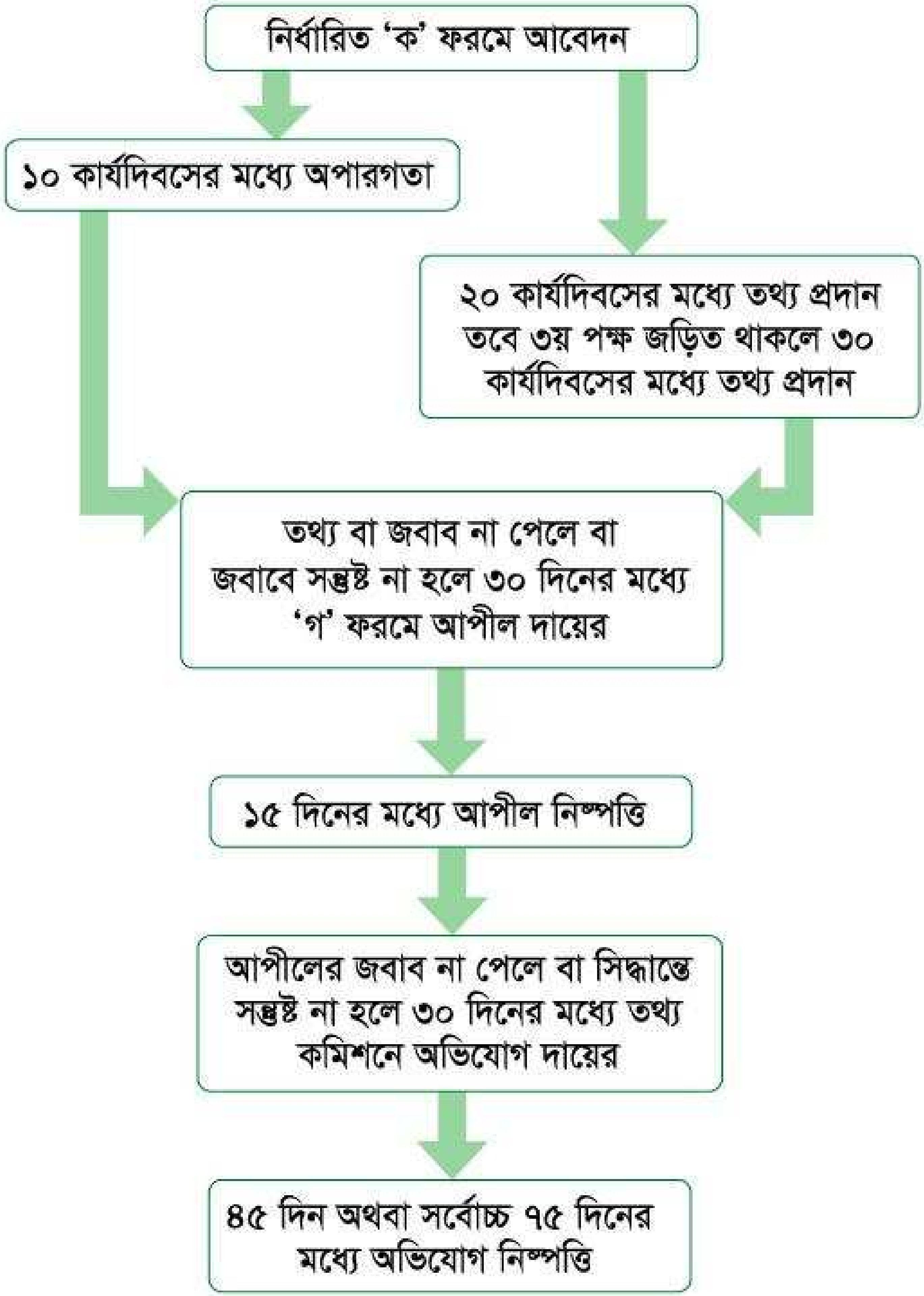

কতিপয় তথ্য প্রদান বাধ্যতামূলক নয়

তথ্য অধিকার আইনে আবেদন করলে কর্তৃপক্ষ তথ্য দিতে বাধ্য। তবে আইনটির ধারা-৭ এর ২০টি উপধারায় দেশ ও জনগণের স্বার্থেই দেশের নিরাপত্তা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব; আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ক্ষুণ্ন; বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের অধিকার; আইনের প্রয়োগ; অপরাধ বৃদ্ধি; জনগণের নিরাপত্তা; সুষ্ঠু বিচারকার্য; ব্যক্তিগত গোপনীয়তা; আদালতের নিষেধাজ্ঞা; আদালত অবমাননা; তদন্ত কাজে বিঘ্ন; জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিকার হানি; মন্ত্রিপরিষদের সার-সংক্ষেপসহ আনুষঙ্গিক দলিলাদি এবং উক্তরূপ বৈঠকের আলোচনা ও সিদ্ধান্তসংক্রান্ত কোন তথ্য সিদ্ধান্ত ইত্যাদি বিবেচনায় কতিপয় তথ্য প্রদানকে বাধ্যবাধকতার বাইরে রাখা হয়েছে। মূলত জনগণ ও দেশের স্বার্থ সুরক্ষার কথা বিবেচনা করেই বিধানটি আইনে যুক্ত করা হয়েছে। তা ছাড়া তথ্যের সংজ্ঞায় নোট সিট অর্ন্তভুক্ত নয় বিধায় তা সরবরাহযোগ্য নয়।

তথ্য অধিকার আইনে নিম্নোক্ত আটটি গোয়েন্দা সংস্থাকে তথ্য অধিকার আইনের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে :

১. জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (এনএসআই);

২. ডাইরেক্টরেট জেনারেল ফোর্সেস ইনটেলিজেন্স (ডিজিএফআই);

৩. প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা ইউনিটসমূহ;

৪. ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট (সিআইডি), বাংলাদেশ পুলিশ;

৫. স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স (এসএসএফ);

৬. জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের গোয়েন্দা সেল;

৭. স্পেশাল ব্রাঞ্চ, বাংলাদেশ পুলিশ এবং

৮. র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)-এর গোয়েন্দা সেল।

এর পরও জনগণের তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে আইনে বলা হয়েছে উক্ত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের কোনো তথ্য দুর্নীতি বা মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার সহিত জড়িত থাকিলে উক্ত ক্ষেত্রে এই ধারা প্রযোজ্য হইবে না এবং চাহিত তথ্য দুর্নীতি বা মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকলে তথ্য কমিশনের অনুমোদন গ্রহণ করে তথ্যের জন্য অনুরোধকারীকে আবেদনের ৩০ দিনের মধ্যে তথ্য প্রদান করতে হবে।

ধারা ৭-এর এই বিধিনিষেধগুলো রাষ্ট্রের সব ধরনের প্রতিষ্ঠানের কথা মাথায় রেখে করা হয়েছে। জনসেবায় নিয়ুক্ত সাধারণ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই বিধিনিষেধের খুব সামান্যই প্রযোজ্য।

তবে তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইনের বিধিনিষেধ ব্যতীত অন্য কোনো আইনে কোনো বিধিনিষেধ থাকলে তা কার্যকর হবে না। তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৩-এ বিষয়ে বলা হয়েছে–

"প্রচলিত অন্য কোনো আইনের–

(ক) তথ্য প্রদান সংক্রান্ত বিধানাবলী এই আইনের বিধানাবলী দ্বারা ক্ষুণ্ন হইবে না; এবং

(খ) তথ্য প্রদানে বাধা সংক্রান্ত বিধানাবলী এই আইনের বিধানাবলীর সহিত সাংঘর্ষিক হইলে, এই আইনের বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে।"

অর্থাৎ অন্য কোনো আইনে তথ্য প্রদানের কোনো বিধান থেকে থাকলে, ওই আইন অনুসারে তথ্য প্রদান করা হবে কিন্তু অন্য কোনো আইনের তথ্য প্রদানের বাধাসংক্রান্ত বিধান কার্যকর হবে না।

যেমন, কোনো ব্যক্তি যদি জমিজমার কাগজ বা আদালতের রায়ের কপি পেতে চান, তাহলে তাকে তা সংশ্লিষ্ট আইন অনুসারে নির্ধারিত ফি পরিশোধ করে পেতে হবে। তথ্য অধিকার আইন এখানে কার্যকর হবে না, কিন্তু দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইন বা অন্যান্য আইনে দাপ্তরিক তথ্য প্রদানে যে সকল বিধিনিষেধ রয়েছে, এই আইন পাশের পর এই সকল বিধিনিষেধ প্রযোজ্য হবে না। সেখানে যা-ই থাক না কেন, তথ্য অধিকার আইনের প্রাধান্য বিবেচনায় সে সকল তথ্য প্রদান করতে হবে।

এখানে আরো একটি বিষয় মনে রাখা জরুরি যে, ধারা ৭-এ ২০টি উপধারায় তথ্য প্রদান নিষিদ্ধ করা হয়নি। বরং বলা হয়েছে, 'প্রদান বাধ্যতামূলক নয়'। এটি করার কারণ হলো তথ্যটি প্রদান করাই যদি জাতীয় স্বার্থের জন্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়, তাহলে সেটি দিয়ে দিতে হবে।

স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ

তথ্য অধিকার আইন অনুসারে নাগরিক চাইলে কর্তৃপক্ষ তথ্য দিতে বাধ্য। শুধু চাইলে তথ্য দিতে হবে তা নয়, তথ্য অধিকার আইনে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের জন্য স্ব-প্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশও বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

এই আইনের মূলনীতি সর্বোচ্চ তথ্য প্রকাশ আর এর কার্যকর মাধ্যম হলো 'স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ'। স্ব-প্রণোদিতভাবে প্রকাশের মাধ্যমে সহজে ও কার্যকরভাবে জনগণের কাছে তথ্য পৌঁছে দেওয়া যায়। তবে এই প্রকাশ পদ্ধতি এমন হতে হবে, যেন জনগণ সহজে তথ্যে প্রবেশ করতে এবং প্রয়োজনে কাজে লাগাতে পারে।

আইনে প্রত্যেক কর্তৃপক্ষের ওপর প্রতি বছর একটি প্রতিবেদন প্রকাশের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে। এই প্রতিবেদনে কর্তৃপক্ষের সাংগঠনিক কাঠামোর বিবরণ, কার্যক্রম, কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের দায়িত্ব এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার বিবরণ বা পদ্ধতি, কর্তৃপক্ষের সকল নিয়মকানুন, আইন, অধ্যাদেশ, বিধিমালা, প্রবিধানমালা, প্রজ্ঞাপন, নির্দেশনা, ম্যানুয়াল জনগুরুত্বপূর্ণ নীতি বা সিদ্ধান্ত, ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সংরক্ষিত তথ্য ইত্যাদির তালিকাসহ তার কাছে রক্ষিত তথ্যসমূহের শ্রেণিবিন্যাস, লাইসেন্স, পারমিট, অনুদান, বরাদ্দ, সম্মতি, অনুমোদন বা অন্য কোনো প্রকার সুবিধা পাওয়ার শর্তের বিবরণ এবং এরূপ শর্তের কারণে তার সঙ্গে কোনো লেনদেন বা চুক্তি সম্পাদনের প্রয়োজন হলে সে সকল শর্তের বিবরণ, নাগরিকদের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার জন্য প্রদত্ত সুবিধাদির বিবরণ এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবি, ঠিকানা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, ফ্যাক্স নম্বর ও ইমেইল ঠিকানা অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

এ ছাড়া কর্তৃপক্ষ গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে বা কোনো নিয়ম তৈরি করলে কী কারণে সেটি করা হলো তার ব্যাখ্যা প্রকাশ করবে। যদি কোন প্রতিবেদন প্রকাশ করে তবে তা যেন জনসাধারণ বিনা মূল্যে দেখতে পারে অথবা নামমাত্র মূল্যে কিনতে পারে সেটি নিশ্চিত করবে।

কার কাছে কী তথ্য

সরকার জনগণকে বিভিন্ন ধরনের সেবা দিয়ে থাকেন। এইসব সেবা নিশ্চিত করার জন্য সরকারের নানা স্তরে নানা ধরনের অফিস আছে। এদের কেউ কৃষিসেবা দেয়, কেউ দেয় স্বাস্থ্যসেবা, কেউ ভূমি, কেউ শিক্ষা, কেউ বা আবার যাতায়াত সেবা দেয়। নিরাপত্তা, আইনশৃঙ্খলা, বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ, সঞ্চয়, বিনিয়োগ এমন কত ধরনের সেবা আমরা সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে পেয়ে থাকি। দেশি-বিদেশি এনজিওগুলোও আমাদের নানা সেবা দিয়ে থাকে।

উপজেলা পর্যায়ে ইউএনও অফিস, ভূমি অফিস, কৃষি অফিস, শিক্ষা অফিস, যুব উন্নয়ন অফিস, সমাজসেবা অফিস, থানা মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তার অফিস, উপজেলা হাসপাতাল এমন অনেক সরকারি অফিস আমাদের বিভিন্ন ধরনের সেবা দিয়ে থাকে। এ ছাড়া অনেক এনজিওর অফিস রয়েছে উপজেলা পর্যায়ে। এসব অফিসে আমাদের সেবাসংক্রান্ত বহু তথ্য রয়েছে। আমরা এসব তথ্য জানলে তাদের কাজে স্বচ্ছতা আসবে এবং জনগণের কাছে তাদের জবাবদিহি নিশ্চিত হবে।

জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে নানা সরকারি অফিস ও এনজিও এবং জাতীয় পর্যায়ে নানা মন্ত্রণালয়, বিভাগ, কার্যালয়, অধিদপ্তর, পরিদপ্তরসহ বহু অফিস রয়েছে। এসব অফিস থেকে আমরা তথ্য চাইতে পারি।

ইউনিয়ন পরিষদ সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি যেমন, ভিজিএফ, ভিজিডি, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা ইত্যাদি বাস্তবায়ন করে। এ ছাড়া রাস্তাঘাট নির্মাণ ও মেরামত, ব্রিজ-কালভার্ট নির্মাণ, কৃষিসেবা, ভৌত কাঠামো নির্মাণ, বিবাদ মেটানোসহ নানা সেবা দিয়ে থাকে। তাই সেখানে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট অনেক তথ্য রয়েছে। আমরা ইউনিয়ন পরিষদের সেবা কার্যক্রম সম্পর্কেও তথ্য চাইতে পারি।

কর্তৃপক্ষ কারা

তথ্য অধিকার আইন অনুসারে কর্তৃপক্ষ অর্থ–

(১) "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী সৃষ্ট কোন সংস্থা;"

যেমন : রাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগ, জাতীয় সংসদ, বিচার বিভাগ, নির্বাচন কমিশন, সরকারি কর্ম-কমিশন, মহাহিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় ইত্যাদি।

(২) "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৫(৬) অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত কার্য বিধিমালার অধীন গঠিত সরকারের কোন মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা কার্যালয়;"

যেমন : রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, সরকারের সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ইত্যাদি।

(৩) "কোন আইন দ্বারা বা উহার অধীন গঠিত কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান;"

আইনের অধীন গঠিত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানগুলো যেমন: ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, মানবাধিকার কমিশন, তথ্য কমিশন, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, সেক্টর করপোরেশনসমূহ ইত্যাদি।

(৪) "সরকারী অর্থায়নে পরিচালিত বা সরকারী তহবিল হইতে সাহায্যপুষ্ট কোন বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান;"

যেমন : পিকেএসএফ, জাতীয় প্রতিবন্ধী সংস্থা, এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সরকারি সাহায্যপুষ্ট এনজিও ইত্যাদি।

(৫) “বিদেশী সাহায্যপুষ্ট কোন বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান;”

যেমন: বিদেশি তহবিলে কার্যক্রম পরিচালনা করে এমন সকল এনজিও বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান।

(৬) “সরকারের পক্ষে অথবা সরকার বা সরকারি কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক সরকারি কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান;”

যেমন : দেশি-বিদেশি ঠিকাদারি সংস্থা বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যারা সরকারের সঙ্গে বা সরকারি কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে সরকারি কাজ করে।

অধ্যায় ৪

তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োগ : কয়েকটি বাস্তব ঘটনা

২০০৯ সালে তথ্য অধিকার আইন পাশ হয়েছে। আমরা জেনেছি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতি কমিয়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় জাদুকরি ক্ষমতা রয়েছে এই আইনের। কিন্তু এতদিনে কতটুকু কাজে এসেছে এই আইন? মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কী ভূমিকা রাখছে এই জাদুকরী আইনটি? এটা হয়তো আমাদের অনেকেরই জানা নেই।

কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় না হলেও সারা দেশে অসংখ্যবার আইনটি ব্যবহার হয়েছে এবং সকলকে এই আইন ব্যবহারে উৎসাহী করার মতো অনেক উদাহরণ সৃষ্টি হয়েছে। এমন কয়েকটি ঘটনা নিচে তুলে ধরা হলো :

অনিয়মের বিরুদ্ধে এক আশারফ হোসেন

যশোরের চৌগাছা উপজেলার সিংহঝুলী ইউনিয়নের জামালতা গ্রামের আশারফ হোসেন আশা। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করার পর দারিদ্র্যের কারণে আর তা এগিয়ে নিতে পারেননি। সাধারণ কাঠ ব্যবসায়ী আশারফকে সবার মতোই নানা সরকারি সেবা নিতে হয়।

অন্যান্য অনেক সেবার মতো নিজের বা পরিবারের অন্যদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিতে তাকে উপজেলা সরকারি হাসপাতালে যেতে হয়েছে। সেখানে ডাক্তার ওষুধ লিখে দিয়েছেন এবং তাকে সে ওষুধ দোকান থেকে কিনে নিতে হয়েছে। এটি তার মনে প্রশ্ন জন্ম দিয়েছে। সরকারি হাসপাতালে বিনা মূল্যে ওষুধ দেওয়ার কথা। আমাদের হাসপাতালে কি ওষুধ আসে না?

এমআরডিআই আয়োজিত তথ্য অধিকার বিষয়ক পাঁচ দিনের একটি ক্যাম্পে অংশ নেন আশারফ। সেখানে তিনি জানতে পারেন, সরকারি অফিস ও এনজিওর কাছ থেকে তিনি তথ্য জানতে চাইতে পারেন। তিনি চাইলে তারা তথ্য দিতে বাধ্য। এটা জানার পর তিনি তথ্য অধিকার আইন অনুসারে নির্ধারিত ফরম পূরণ করে ওষুধের বরাদ্দ ও বিতরণসংক্রান্ত তথ্যের কপি চেয়ে উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে আবেদন করেন।

উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আশারফ হোসেনকে অসম্পূর্ণ তথ্য প্রদান করেন। সম্পূর্ণ তথ্য না পেয়ে আশারফ আইন অনুসারে যশোর জেলা সিভিল সার্জনের কাছে নির্ধারিত ফরমে আপীল করেন। আপীল নিষ্পত্তির জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আপীল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

তথ্য কমিশন অভিযোগের শুনানি করে সব তথ্য প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেন এবং ভবিষ্যতে এরকম অসদাচরণ না করার জন্য সতর্ক করেন।

এই একটি আবেদন চৌগাছা উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সেবার মান বদলে দেয়। এখানে এখন নিয়ম মেনে স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়। ডাক্তাররা ঠিকমতো রোগী দেখেন, রোগীদের বিনা মূল্যে ওষুধ দেওয়া হয়, প্রয়োজনীয় অন্যান্য সেবাও এখন ঠিকঠাক মেলে। এই সফলতা আসে তথ্য অধিকার ব্যবহারের মাধ্যমে। একজন সাধারণ গ্রামবাসীর একটি সাধারণ আবেদন এলাকাবাসীর কাছে অসাধারণ হয়ে ওঠে।

এই সফলতা আশারফ হোসেনকেও বদলে দেয়। এখন তিনি নিয়মিত তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করেন নিজের এবং এলাকাবাসীর কল্যাণের জন্য। ইউএনও অফিস, ইউনিয়ন পরিষদ, ভূমি অফিস, হাসপাতাল, বিদ্যুৎ অফিস, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শিক্ষা অফিস, সমাজসেবা অফিস, প্রাণিসম্পদ অফিস, প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিস, কৃষি অফিস, এনজিওসহ আরো অনেক অফিসে প্রায় অর্ধশত আবেদন করেছেন আশারফ। তার আবেদনের ফলে এসব দপ্তরের সেবায় পরিবর্তন এসেছে। আরো মানুষ উদ্বুদ্ধ হচ্ছে তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারে।

তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে চাকরি ফিরে পেলেন প্রতিবন্ধী রাসেল

২০১৭ সালের ১৭ নভেম্বর কয়েকটি জাতীয় দৈনিক প্রত্রিকায় প্রকাশিত একটি ছোট্ট সংবাদ আপনাদের অনেকের চোখে পড়ে থাকবে হয়তো। সংবাদটি ছিল অনেকটা এরকম 'প্রতিবন্ধী রাসেলকে নিয়োগ দিতে হাইকোর্টের নির্দেশ'।

মূল ঘটনাটি এরকম– মুন্সীগঞ্জের প্রতিবন্ধী রাসেল ঢালী পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের অধীনে 'পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক' পদে চাকরির জন্য আবেদন করেন। চাকরির লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নেন। পরীক্ষা ভালো হলেও তার চাকরি হবে না এমন সন্দেহ ছিল তার। কারণ চাকরিদাতাদের পক্ষ থেকে 'চাকরি পেতে হলে যোগাযোগ' করার পরামর্শ দেওয়া হয়। টাকার অঙ্কটিও তাকে জানিয়ে দেওয়া হয়। রাসেলের সন্দেহ সত্যি হয়। তার চাকরি হয় না।

তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জানার পর রাসেল সংশ্লিষ্ট দপ্তরে তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। আবেদনে তিনি নিজের এবং চূড়ান্তভাবে নিয়োগ পাওয়া ব্যক্তিদের চাকরির পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর এবং চূড়ান্তভাবে নিয়োগ পাওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে এতিমখানা নিবাসী ও শারীরিক প্রতিবন্ধী কোটাধারী প্রার্থীসংক্রান্ত তথ্য জানতে চান। উল্লেখ্য, সরকারি চাকরিতে এতিমখানা নিবাসী ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির পদের জন্য ১০ শতাংশ কোটা রাখার নিয়ম রয়েছে এবং এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতেও সরকারের নিয়ম অনুযায়ী প্রতিবন্ধীসহ অন্যান্য কোটা সংরক্ষণ করা হবে বলে উল্লেখ ছিল।

সংশ্লিষ্ট দপ্তরে তথ্য না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগের প্রেক্ষিতে তথ্য পাওয়ার পর রাসেল সেখানে দেখেন, অনেকে তার চেয়ে কম নম্বর পেয়েও চাকরি পেয়েছে কিন্তু তার চাকরি হয়নি। এ ছাড়া প্রতিবন্ধী কোটাও যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়নি। নানা জায়গায় ঘুরে কোনো ফল না পেয়ে চাকরি পাওয়ার জন্য হাইকোর্টে রিট পিটিশন দায়ের করেন রাসেল। হাইকোর্টে তার পক্ষের প্রমাণপত্র হলো আবেদন করে পাওয়া তথ্যগুলো।

এরপর চলতে থাকে আইনি লড়াই। অবশেষে ২০১৭ সালের ১৬ নভেম্বর প্রতিবন্ধী কোটায় মুন্সীগঞ্জের রাসেল ঢালীকে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের অধীনে 'ইউনিয়ন পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক' পদে নিয়োগ দিতে নির্দেশ দেন হাইকোর্ট। নির্দেশে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের পরিচালকসহ সংশ্লিষ্টদেরকে এটি বাস্তবায়ন করতে বলা হয়েছে। রাসেলের এই ন্যায্য লড়াইয়ে শক্তি জুগিয়েছে তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে পাওয়া তথ্য।

পরিবর্তন প্রয়াসী কয়েকজন যুবনারী

এবার শোনাব উন্নয়নের নিম্ন প্রান্তে বাস করা কয়েকজন যুবনারীর গল্প, যারা তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে বৃহত্তর পরিবর্তনে অবদান রাখতে কাজ করে যাচ্ছেন।

বস্তিবাসী নারীদের তথ্য অধিকার আইন ও এর ব্যবহার বিষয়ে সচেতন করতে এমআরডিআই ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের দুটো এলাকায় কাজ করার জন্য চার জন করে আট জন উদ্যমী যুব নারী খুঁজে বের করে। তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে প্রশিক্ষিত হওয়ার পর তারা আবিষ্কার করে তাদের আশপাশে কত-শত সমস্যা আছে যার তথ্য তাদের জানা দরকার। অন্যদের সচেতন করার পাশাপাশি তারা নিজেরাও তাদের জীবনঘনিষ্ঠ নানা তথ্য চেয়ে আবেদন করতে শুরু করে।

এই নারীদের চার জন ঝুমুর রানী, সুইটি আক্তার, বিউটি আক্তার ও খালেদা আক্তার বাস করেন আদাবর থানার সুনিবিড় এলাকায় এবং অন্য চার জন রাবেয়া খাতুন, ফাতেমা আক্তার, ঝর্ণা আক্তার ও রোজিনা খাতুন বাস করেন ঢাকার গোড়ানের হাওয়াই গলি এলাকায়। এই

আট জনের করা অর্ধশতাধিক আবেদন সেবাদানকারী কর্তৃপক্ষকে সক্রিয় করতে জাদুর মতো কাজ করেছে। এর দু-একটি উদাহরণ তুলে ধরছি–

- ঝুমুর রানী যে এলাকায় থাকেন তার পাশ দিয়ে একটা খাল বয়ে গিয়েছে, নাম রামচন্দ্রপুর খাল। দীর্ঘদিন সংস্কার না হওয়ায় ময়লা-আবর্জনা জমে খালটির পানিপ্রবাহ থেমে গিয়েছে। ঝুমুর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে খাল পরিচ্ছন্ন কার্যক্রম ও সংস্কার এবং এ কাজে বরাদ্দ ব্যয়সংক্রান্ত তথ্য চেয়ে আবেদন করে। আবেদনের কিছুদিন পরেই তারা লক্ষ করে খালটির সংস্কার কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

- সুনিবিড় এলাকার রাস্তাঘাট চলাচলের অনুপযোগী তাই এই রাস্তা মেরামত এবং এর বরাদ্দ ব্যয়সংক্রান্ত তথ্য চেয়ে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের কাছে আবেদন করে সুইটি আক্তার। আবেদন ও আপীলে পূর্ণ তথ্য না পেয়ে সে তথ্য কমিশনে অভিযোগ করে। তথ্য কমিশনের নির্দেশে সে তথ্য পায়। তথ্যে তাদের এলাকাবাসীর চলাচলের দুর্ভোগের জন্য কর্তৃপক্ষ দুঃখ প্রকাশ করে এবং রাস্তা সংস্কারের জন্য প্রতিশ্রুতি দেয়।

- এলাকায় মশার উপদ্রব বেড়ে যাওয়ায় এবং তখন মশা নিধনে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের দৃশ্যমান কোনো উদ্যোগ পরিলক্ষিত না হওয়ায় দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মশা নিধন কার্যক্রম-সংক্রান্ত তথ্য চেয়ে কর্পোরেশনের খিলগাঁও আঞ্চলিক অফিসে আবেদন করে হাওয়াই গলির ঝর্ণা বেগম। আবেদনের পর তার এলাকায় নিয়মিত মশা নিধন কার্যক্রম চলতে থাকে এবং সিটি কর্পোরেশনের মশানিধন-কর্মীরা তাদের বাড়ি এসে জানিয়ে যেতে থাকে যে তারা কাজটি ঠিকমতো করছে।

এই তিনটি তাদের কাজের সামান্য উদাহরণ মাত্র। একইভাবে তারা আরো নানা বিষয়ে তথ্য চেয়ে সিটি কর্পোরেশন, সমাজসেবা অধিদপ্তর, বিআরটিসি, বিআরটিএ, কলেরা হাসপাতাল, মুগদা হাসপাতাল, সোহরাওয়ার্দী হাসপাতাল, ঢাকা ওয়াসা, তিতাস গ্যাসসহ আরো অনেক কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করে। এদের অধিকাংশ আবেদন কোনো না কোনো ইতিবাচক পরিবর্তনে অবদান রেখেছে। এই যুবনারীদের মতো আমরাও তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে জনকল্যাণে অবদান রাখার উদাহরণ সৃষ্টি করতে পারি।

ঘটনাগুলো থেকে এটা প্রমাণিত যে, সঠিকভাবে তথ্য চাইলে তথ্য পাওয়া যায়। কোনো অফিস যদি তথ্য না দেয়, সেটার প্রতিকারের ব্যবস্থাও এই আইনে আছে। অর্থাৎ তথ্য না দিলে পার পাওয়া যাবে না।

তবে একটা বিষয় আমাদের মনে রাখতে হবে, তথ্য গোপন করা অফিসগুলোর বহু দিনের অভ্যাস, বহু কালের চর্চা। ক-দিনেই তা বদলে যাবে এমন ভাবার কারণ নেই। তবে আমরা যদি তথ্য চাই এবং তা পাওয়ার জন্য উদ্যোগী হই, তাহলে সবার মধ্যে তথ্য প্রদানের অভ্যাস তৈরি হবে। দুর্নীতি রোধ করে উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা সম্ভব হবে।

অধ্যায় ৫

প্রশ্নোত্তরে তথ্য অধিকার আইন

প্রশ্ন : "তথ্য অধিকার" অর্থ কী?

উ : কোনো কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তথ্য প্রাপ্তির অধিকার।

প্রশ্ন : তথ্য অধিকার আইনের মূল কথা কী?

উ : কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রত্যেক নাগরিকের তথ্য পাওয়ার অধিকার আছে এবং কোনো নাগরিক তথ্য চাইলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাকে তা সরবরাহ করতে বাধ্য।

প্রশ্ন : তথ্য অধিকার আইন অনুসারে কর্তৃপক্ষ কারা?

উ : সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারি ও বিদেশি অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বেসরকারি সংস্থাসমূহ।

প্রশ্ন : তথ্য প্রদান ইউনিট কী?

উ : ১. সরকারের কোনো মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা কার্যালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত বা অধীনস্থ কোন অধিদপ্তর, পরিদপ্তর বা দপ্তরের প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয়, জেলা কার্যালয় বা উপজেলা কার্যালয়;

২. কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয়, জেলা কার্যালয় বা উপজেলা কার্যালয়।

প্রশ্ন : এই আইনে তথ্য বলতে আমরা কী বুঝব?

উ : কোনো কর্তৃপক্ষের গঠন, কাঠামো ও দাপ্তরিক কর্মকাণ্ড সংক্রান্ত যে কোন স্মারক, বই, নকশা, মানচিত্র, চুক্তি, তথ্য-উপাত্ত, লগ বহি, আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, দলিল, নমুনা, পত্র, প্রতিবেদন, হিসাব বিবরণী, প্রকল্প প্রস্তাব, আলোকচিত্র, অডিও, ভিডিও, অঙ্কিতচিত্র, ফিল্ম, ইলেকট্রনিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুতকৃত যেকোনো ইনস্ট্রুমেন্ট, যান্ত্রিকভাবে পাঠযোগ্য দলিলাদি এবং ভৌতিক গঠন ও বৈশিষ্ট্য নির্বিশেষে অন্য যেকোনো তথ্যবহ বস্তু বা উহাদের প্রতিলিপিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, দাপ্তরিক নোট সিট বা নোট সিটের প্রতিলিপি এর অন্তর্ভুক্ত হবে না।

প্রশ্ন : তথ্যের জন্য আবেদন গ্রহণ ও তথ্য প্রদানের জন্য কর্তৃপক্ষের প্রত্যেক তথ্য প্রদান ইউনিটে একজন নির্ধারিত ব্যক্তি থাকেন, তথ্য অধিকার আইন অনুসারে তার পদবি কী?

উ : দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।

প্রশ্ন : তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী কার কাছে তথ্য চেয়ে আবেদন করতে হয়?

উ : দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে।

প্রশ্ন : তথ্য পাওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদনের প্রক্রিয়া কী?

উ : লিখিতভাবে ('ক' ফরম পূরণ করে) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে আবেদন করতে হয়।

প্রশ্ন : তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের নিকট তথ্য থাকলে কতদিনের মধ্যে তা দিতে বাধ্য থাকবে?

উ : ২০ কার্যদিবসের মধ্যে।

প্রশ্ন : চাহিত তথ্যের সঙ্গে একাধিক তথ্য প্রদান ইউনিট বা কর্তৃপক্ষ যুক্ত থাকলে কর্তৃপক্ষ কত দিনের মধ্যে তথ্য সরবরাহ করবে?

উ : ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে।

প্রশ্ন : তথ্যের মূল্য পরিশোধ করতে হয় কি?

উ : হ্যাঁ।

প্রশ্ন : মূল্যের পরিমাণ কত?

উ : তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি ৮-এর আওতায় ফরম 'ঘ' অনুসারে তথ্যের মূল্য–

লিখিত কোনো ডকুমেন্টের কপি সরবরাহের জন্য (ম্যাপ, নকশা, ছবি, কম্পিউটার প্রিন্টসহ) এ-৪ ও এ-৩ মাপের কাগজের ক্ষেত্রে প্রতি পৃষ্ঠা ২ (দুই) টাকা হারে এবং এর চেয়ে বড় মাপের কাগজের ক্ষেত্রে এর প্রকৃত মূল্য।

ডিস্ক, সিডি ইত্যাদিতে তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে আবেদনকারী যদি ডিস্ক, সিডি ইত্যাদি সরবরাহ করেন, তাহলে তিনি বিনা মূল্যে তথ্য পাবেন অথবা ডিস্ক, সিডি ইত্যাদির প্রকৃত মূল্য পরিশোধ করতে হবে।

কর্তৃপক্ষের এমন প্রকাশনা, যা মূল্যের বিনিময়ে বিক্রয় করে সেসব প্রকাশনার ক্ষেত্রে প্রকাশনার নির্ধারিত মূল্য প্রদান করতে হবে।

প্রশ্ন : মূল্য পরিশোধের প্রক্রিয়া কী?

উ : দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মূল্য জানানোর ৫ কার্য দিবসের মধ্যে নির্ধারিত চালান কোডে (চালান কোড- ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭) সেই মূল্য জমা দিয়ে চালানের কপি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে জমা দিতে হবে। তবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা চাইলে তথ্যের মূল্য বাবদ নগদ টাকাও রশিদের মাধ্যমে জমা নিতে পারেন।

প্রশ্ন : তথ্য প্রদানে অপারগতার ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কত দিনের মধ্যে এবং কীভাবে অপারগতার কথা জানাবেন?

উ : ১০ কার্যদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে অপারগতা জানাবেন। সেখানে তিনি অপারগতার কারণ উল্লেখ করবেন।

প্রশ্ন : দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য প্রত্যয়ন করে দেবেন কি? দিলে তা কীভাবে দেবেন?

উ : হ্যাঁ। তিনি সরবরাহকৃত তথ্যের প্রতি পৃষ্ঠায় "তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর অধীনে এই তথ্য সরবরাহ করা হইয়াছে" এ মর্মে প্রত্যয়ন করবেন। এতে তার নাম, পদবি, স্বাক্ষর ও দাপ্তরিক সিল থাকবে।

প্রশ্ন : আইনে তৃতীয় পক্ষ কারা?

উ : তথ্য প্রাপ্তির জন্য অনুরোধকারী বা তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ ব্যতীত অনুরোধকৃত তথ্যের সঙ্গে জড়িত অন্য কোনো পক্ষ।

প্রশ্ন : আবেদন করে তথ্য না পেলে অথবা আংশিক বা ভুল তথ্য পেলে পরবর্তী করণীয় কী?

উ : আপীল কর্তৃপক্ষের কাছে আপীল।

প্রশ্ন : আবেদন করে তথ্য না পেলে কত দিনের মধ্যে আপীল করতে হয়?

উ : ৩০ দিনের মধ্যে।

প্রশ্ন : তাৎক্ষণিক তথ্য পাওয়ার কোনো বিধান তথ্য অধিকার আইনে আছে কি?

উ : চাহিত তথ্য কোন ব্যক্তির জীবন-মৃত্যু, গ্রেফতার এবং কারাগার হতে মুক্তির সাথে সম্পর্কিত হলে অনুরোধের ২৪ ঘন্টার মধ্যে এ সংক্রান্ত প্রাথমিক তথ্য সরবরাহ করবেন।

প্রশ্ন : আইন অনুসারে আপীল কর্তৃপক্ষ কে?

উ: ১. কোনো তথ্য প্রদান ইউনিটের অব্যবহিত উর্ধ্বতন কার্যালয়ের প্রশাসনিক প্রধান; অথবা

২. উর্ধ্বতন কার্যালয় না থাকলে, উক্ত তথ্য প্রদান ইউনিটের প্রশাসনিক প্রধান।

প্রশ্ন : আপীল আবেদনের জন্য কোন ফরম ব্যবহার করতে হয়?

উ : ফরম 'গ'।

প্রশ্ন : কার বিরুদ্ধে আপীল দায়ের হয়?

উ : দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে, তবে আপীল কর্মকর্তা এবং প্রয়োজনে তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের করা যায়।

প্রশ্ন : তথ্য অধিকার আইন অনুসারে উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে তথ্য চেয়ে না পেলে কার কাছে আপীল করবেন?

উ : জেলার 'সিভিল সার্জন'-এর কাছে।

প্রশ্ন : তথ্য অধিকার আইন অনুসারে ইউএনও অফিস বা উপজেলা ভূমি অফিসের তথ্য চেয়ে না পেলে কার কাছে আপীল করবেন?

উ : জেলা প্রশাসকের কাছে।

প্রশ্ন : আপীল কর্তৃপক্ষ কত দিনের মধ্যে আপীল নিষ্পত্তি করবেন?

উ : আপীল আবেদন পাওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে।

প্রশ্ন : আপীল করে তথ্য না পেলে পরবর্তী করণীয় কী?

উ : তথ্য কমিশনে অভিযোগ।

প্রশ্ন : তথ্য কমিশন কী?

উ : তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর ধারা ১১-এর অধীন গঠিত কমিশন। তথ্য কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন সংস্থা।

প্রশ্ন : তথ্য কমিশনের গঠন সম্পর্কে বলুন।

উ: ১. প্রধান তথ্য কমিশনার এবং অন্য ২ (দুই) জন তথ্য কমিশনার সমন্বয়ে তথ্য কমিশন গঠিত হবে, যাদের মধ্যে অন্যূন ১ (এক) জন মহিলা হবেন।

২. প্রধান তথ্য কমিশনার তথ্য কমিশনের প্রধান নির্বাহী।

প্রশ্ন : আপীলে ব্যর্থ হলে কত দিনের মধ্যে কার কাছে অভিযোগ করতে হবে?

উ : ৩০ দিনের মধ্যে তথ্য কমিশনে অভিযোগ করতে হবে।

প্রশ্ন : অভিযোগ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে তথ্য কমিশনের জন্য সময়সীমা কত দিন?

উ : সাধারণভাবে ৪৫ দিন এবং সর্বোচ্চ ৭৫ দিন।

প্রশ্ন : কোনো কর্তৃপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ না করলে কিংবা তথ্যের জন্য অনুরোধপত্র গ্রহণ না করলে করণীয় কী?

উ : এ ক্ষেত্রে আবেদনকারী আপীল দায়ের না করেই সরাসরি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করতে পারবেন।

প্রশ্ন : আইনে কিছু তথ্য প্রদানকে বাধ্যবাধকতার বাইরে রাখা হয়েছে। এটি আইনের কোন ধারায় তা বলা আছে?

উ : ধারা ৭ এ

প্রশ্ন : কিছু তথ্য প্রদান বাধ্যবাধকতার বাইরে রাখা হয়েছে। এই তথ্যসমূহ নির্ধারণের বিবেচ্য কী?

উ : কিছু স্পর্শকাতর তথ্য প্রদান বাধ্যবাধকতার বাইরে রাখা হয়েছে। এই তথ্যসমূহ নির্ধারণের বিবেচ্য হলো– দেশের নিরাপত্তা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব; আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ক্ষুণ্নকরণ; বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের অধিকার; আইনের প্রয়োগ; অপরাধ বৃদ্ধি; জনগণের নিরাপত্তা ও সুষ্ঠু বিচারকার্য ব্যাহতকরণ; ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা; আদালতের নিষেধাজ্ঞা; আদালত অবমাননা; তদন্তকাজে বিঘ্ন; জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিকার হানি ইত্যাদি।

প্রশ্ন : কয়টি সংস্থাকে তথ্য অধিকার আইনের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে?

উ : ৮টি গোয়েন্দা সংস্থা

প্রশ্ন : আইন ভঙ্গ করলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার জন্য কী শাস্তির বিধান আছে?

উ : ১. প্রতি দিনের জন্য ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা হারে জরিমানা, এবং এই জরিমানা কোনোক্রমেই ৫০০০ (পাঁচ হাজার) টাকার বেশি হবে না।

২. কোনোরূপ ক্ষতি বা দুর্ভোগের জন্য ক্ষতিপূরণের নির্দেশনা।

৩. বিভাগীয় শাস্তিমূলক কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশ। কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে গৃহীত সর্বশেষ ব্যবস্থা তথ্য কমিশনকে অবহিত করবে।

প্রশ্ন : সার্বিকভাবে এই আইনের উদ্দেশ্য কী?

উ : ১. চিন্তা, বিবেক ও বাক্‌স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা

২. অবাধ তথ্যপ্রবাহ সৃষ্টি

৩. জনগণের ক্ষমতায়ন

৪. কর্তৃপক্ষের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি

৫. দুর্নীতিহ্রাস ও

৬. সুশাসন প্রতিষ্ঠা

ফরম ‘ক’

তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র

[তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালার বিধি-৩ দ্রষ্টব্য]

বরাবর
....,
.... (নাম ও পদবী)
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,
....(দপ্তরের নাম ও ঠিকানা)

১। আবেদনকারীর নাম : ....
পিতার নাম : ....
মাতার নাম : ....
বর্তমান ঠিকানা : ....
স্থায়ী ঠিকানা : ....
ফ্যাক্স, ই-মেইল, টেলিফোন ও মোবাইল ফোন নম্বর (যদি থাকে) : ....

২। কি ধরনের তথ্য* (প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করুন): ....

৩। কোন পদ্ধতিতে তথ্য পাইতে আগ্রহী (ছাপানো/ ফটোকপি/ লিখিত/ ই-মেইল/ ফ্যাক্স/সিডি অথবা অন্য কোন পদ্ধতি) : ....

৪। তথ্য গ্রহণকারীর নাম ও ঠিকানা : ....

৫। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সহায়তাকারীর নাম ও ঠিকানা : ....

আবেদনের তারিখ : ....

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

*তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা ২০০৯-এর ৮ ধারা অনুযায়ী তথ্যের মূল্য পরিশোধযোগ্য।

ফরম 'খ'

তথ্য সরবরাহে অপারগতার নোটিশ

[তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ বিধি-৫ দ্রষ্টব্য]

আবেদনপত্রের সূত্র নম্বর : তারিখ : ....

প্রতি

আবেদনকারীর নাম : ....

ঠিকানা : ....

বিষয় : তথ্য সরবরাহে অপারগতা সম্পর্কে অবহিতকরণ।

প্রিয় মহোদয়,

আপনার ....তারিখের আবেদনের ভিত্তিতে প্রার্থিত তথ্য নিম্নোক্ত কারণে সরবরাহ করা সম্ভব হইল না, যথা :-

১. ....।

২. ....।

৩. ....।

____

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম
পদবি
দাপ্তরিক সিল

ফরম ‘গ’

আপীল আবেদন

[তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালার বিধি-৬ দ্রষ্টব্য]

বরাবর

....,
....(নাম ও পদবী)
ও
আপীল কর্তৃপক্ষ,
.... (দপ্তরের নাম ও ঠিকানা)

১। আপীলকারীর নাম ও ঠিকানা (যোগাযোগের সহজ মাধ্যমসহ) : ....

২। আপীলের তারিখ : ....

৩। যে আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইয়াছে উহার কপি (যদি থাকে) : ....

৪। যাহার আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইয়াছে তাহার নামসহ আদেশের বিবরণ (যদি থাকে) : ....

৫। আপীলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : ....

৬। আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ হইবার কারণ (সংক্ষিপ্ত বিবরণ) : ....

৭। প্রার্থিত প্রতিকারের যুক্তি/ভিত্তি : ....

৮। আপীলকারী কর্তৃক প্রত্যয়ন : ....

৯। অন্য কোন তথ্য যাহা আপীল কর্তৃপক্ষের সম্মুখে উপস্থাপনের জন্য আপীলকারী ইচ্ছা পোষণ করেন : ....

আবেদনের তারিখ : ....

____
আবেদনকারীর স্বাক্ষর

ফরম ‘ক’

অভিযোগ দায়েরের ফরম

[তথ্য অধিকার (অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত) প্রবিধানমালার প্রবিধান-৩ (১) দ্রষ্টব্য]

বরাবর
প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

অভিযোগ নং ....

১। অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা (যোগাযোগের সহজ মাধ্যমসহ) : ....

২। অভিযোগ দাখিলের তারিখ : ....

৩। যাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইয়াছে তাহার নাম ও ঠিকানা : ....

৪। অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (প্রয়োজনে আলাদা কাগজ সন্নিবেশ করা যাইবে) : ....

৫। সংক্ষুব্ধতার কারণ (যদি কোন আদেশের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করা হয় সেইক্ষেত্রে উহার কপি সংযুক্ত করিতে হইবে) : ....

৬। প্রার্থিত প্রতিকার ও উহার যৌক্তিকতা : ....

৭। অভিযোগ উল্লিখিত বক্তব্যের সমর্থনে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের বর্ণনা (কপি সংযুক্ত করিতে হইবে) : ....

সত্যপাঠ

আমি/আমরা এই মর্মে হলফপূর্বক ঘোষণা করিতেছি যে, এই অভিযোগে বর্ণিত অভিযোগসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

(সত্যপাঠকারীর স্বাক্ষর)

সরকারি সেবা প্রাপ্তি এবং তা থেকে অনিয়ম ও গাফিলতি
দূর করতে অনেকেই এই আইনের আশ্রয় নিচ্ছেন। তথ্য অধিকার আইন
সবার কাছে যেন আলাদিনের আশ্চর্য চেরাগ।